আদালতের

রসুমের আইন

অর্থাৎ

নির্ঘণ্টপত্র সহিত

১৮৭০ সালের ৭ আইন।

গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক

শ্রী জান রাবিন্‌সন সাহেবকর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতা

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত ই. এম লুইস সাহেবকর্ত্তৃক
মুদ্রিত হইল।

১৮৭০ সাল।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭০ সালের মার্চ মাসের ১১ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিলে তাহা সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৭০ সালের ৭ আইন।

আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন।

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

ধারা।
১। সংক্ষেপ নামের কথা।
ব্যাপকতার কথা।
প্রারম্ভের কথা।
২। যেং আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজধানীর হাই কোর্টে ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যেং রসুম লওয়া হইবে তাহার বিধি।

৩। আদেশ প্রবন্ধ করিবার ক্ষমতাপক্ষে হাই কোর্টের রসুমের কথা।
রাজধানীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রসুমের কথা।

৪। হাই কোর্টের সাধারণাতীত বিচারাধিপত্যসম্পর্কে যে লেখ্যাদি অর্পণ করা যায় তাহার রসুমের কথা।
আপীলী বিচারাধিপত্যসম্পর্কে।
প্রশ্ন গ্রহণের ও পুনর্দ্দৃষ্টিরকোর্টস্বরূপ।

৫। রসুম দেওয়া আবশ্যক কি না ও কত দেওয়া কর্ত্তব্য এই বিষয়ের মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্যং আদালতের ও রাজকীয় কার্য্যালয়ের রসুমের কথা।

৬। মফঃসল আদালতের কি রাজকীয় কার্য্যালয়ে যে লেখ্য উপস্থিত করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৭। বিশেষ মোকদ্দমায় কত রসুম লাগিবে তাহার হিসাব করিবার কথা।

(১) টাকার মোকদ্দমায়।

(২) ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির মোকদ্দমায়।

(৩) অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়।

(৪) যাহার বাজার দর নাই এমত অস্থাবর বিষয়ের নিমিত্ত।
সাধারণ পরিবারীয় সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থ।
নির্দ্দেশ করণার্থ ডিক্রী ও তজ্জাত উপকার প্রাপণার্থ।
নিষেধ হওনার্থ।
পথপ্রভৃতির নিমিত্ত।
হিসাবের নিমিত্ত।

(৫) ভূমির ও বাটীর ও বাগানের অধিকার পাইবার।
বোম্বাই রাজধানী সম্পর্কীয় উপবিধি।
বাটীর ও বাগানের নিমিত্ত।

(৬) ক্রোক করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ।

(৭) ভূমির রাজস্বের আসেসমেন্টসম্পর্ক প্রাপণার্থ।

(৮) ক্রোক অন্যথা করণার্থ।

(৯) মুক্ত করণার্থ।
বিক্রয় করণার্থ।
(১০) নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনার্থ।
(১১) ভূম্যধিকারির ও প্রজার মোকদ্দমায়।
৮। মূল্য নিরূপণের আজ্ঞার উপর আপীলের মর্ম্মাঅকপত্রের রসুমের কথা।
৯। নিট লভ্য কি বাজারদর নির্ণয় করিবার ক্ষমতার কথা।
১০। নিট লাভের কি বাজার দরের অন্যায় নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১১। ওয়াসিলাতের কি হিসাবের নিমিত্তে মোকদ্দমায় যত টাকার দাওয়া হয় তাহার অধিকের ডিক্রী হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।
১২। মূল্য নিরূপণের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা।
১৩। আপীলের মর্ম্মাঅক পত্রের রসুম ফিরিয়া পাইবার কথা।
১৪। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হইলে রসুম ফিরিয়া দিবার কথা।
১৫। আদালত ভ্রমহেতুক পূর্ব্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে টাকা ফিরিয়া পাইবার কথা।
১৬। ডিক্রীর যে অংশের উপর আপীল হয় নাই রিস্পাণ্ডেণ্ট সেই বিষয়ের আপত্তি করিলে অতিরিক্ত রসুমের কথা।
১৭। বিবিধ বিষয়ঘটিত একি মোকদ্দমার কথা।
১৮। অভিযোক্তাদের লিখিত পরীক্ষার কথা।
১৯। কোন২ লেখ্য মুক্ত থাকার কথা।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরওয়ানার রসুমের বিধি।

২০। পরওয়ানার খরচের বিধি।
ঐ বিধি দৃঢ় ও প্রকাশ করণের কথা।
২১। পরওয়ানার রসুমের নির্ঘন্টপত্রের কথা।
২২। জিলার ও তদধীন আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।
মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পেয়াদার সংখ্যার কথা।
২৩। রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।
২৪। এই অধ্যায়মতে যে পরওয়ানা দেওয়া হয় তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে জারী করা পরওয়ানা জ্ঞান করিবার কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

রসুম আদায় করিবার বিধান।

২৫। ইষ্টাম্পদ্বারা রসুম আদায় করিবার কথা।

২৬। ইষ্টাম্প ছাপা কি আটাল হইবার কথা।

২৭। ইষ্টাম্প যোগাইবার ও মুণ্ডন করিবার ও হিসাব রাখিবার ও সংখ্যার কথা।

২৮। লেখ্য অনবধানে গ্রাহ্য হইলে তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার কথা।

২৯। সংশোধিত লেখ্যের কথা।

৩০। ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৩১। ফৌজদারী আদালতে যে প্রার্থনাপত্র দেওয়া যায় তাহার রসুম প্রতিদান করিবার কথা।

৩২। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০৮, ৩০৯, ৩৭১, ৩৭৩ ধারা সংশোধন হইবার কথা।

৩৩। যাহার উপযুক্ত রসুম দেওয়া যায় নাই ফৌজদারী মোকদ্দমায় এমত নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৪। ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার বিধি।

৩৫। রসুম ন্যূন কি ক্ষমা করিবার কথা।

৩৬। হাই কোর্টের কোন২ কর্ম্মকারকের রসুম রক্ষা করণের কথা।

তফসীল।

১। মূল্যানুযায়ি রসুম।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

২। অবধারিত রসুম।

৩। যেং বিধান রহিত করা গেল।

আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন "আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে।

প্রারম্ভের কথা।

ও ১৮৭০ সালের আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে ইতি।

যেং আইন রহিত হইবে তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ভাগে যেং আইনের উল্লেখ হইয়াছে, উক্ত দিবসাবধি সেই সকল আইন সম্পূর্ণমতে রহিত হইবে, ও ঐ তফসীলের দ্বিতীয় ভাগে যেং আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহার ঐ ভাগের নির্দ্দিষ্ট অংশ রহিত হইবে ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজধানীর হাই কোর্টে ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যেং রসুম লওয়া যাইবে তাহার বিধি।

আদৌ শ্রবণ করিবার ক্ষমতাপক্ষে হাই কোর্টের রসুমের কথা।

৩ ধারা। যেং হাই কোর্ট পেটন্টপত্র দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিকুটোরিয়ার চব্বিশ ও পঁচিশ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে সেইং কোর্টের (সরিফ ও আটর্ণিভিন্ন) ক্লার্ক ও কর্ম্মকারকদিগকে যৎকালে যে রসুম দাতব্য হয়,

অথবা উক্ত প্রত্যেক আদালতে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১১ নম্বরমতে ও দ্বিতীয় তফসীলের ৭, ১২, ১৪, ১৬, ২০ ও ২১ নম্বরমতে যে রসুম আদেয় হয়,

রাজধানীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রসুমের কথা।

এবং রাজধানীস্থ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ও তৎসংক্রান্ত নানা কার্য্যালয়ে যৎকালে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে,

তাহা নিম্নলিখিতমতে আদায় করা যাইবে ইতি।

হাই কোর্টের সাধারণাতীত বিচারাধিপত্যসম্পর্কে যে লেখ্যাদি অর্পণ করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৪ ধারা। যাহার উপর রসুম লওয়া যাইতে পারে এই আইনের প্রথম কি দ্বিতীয় তফসীলে এমত যে কোন প্রকারের লেখ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে উক্ত একতর তফসীলে উপযুক্ত রসুম বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেইং লেখ্যের উপর তাহার ন্যূন দেওয়া গেলে, উক্ত কোন হাই কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শ্রবণ করিবার সাধারণাতীত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরণকালে,

অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার সাধারণাতীত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরণকালে,

আপীলী বিচারাধিপত্যসম্পর্কে।

অথবা উক্ত কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের নিষ্পত্তির উপর কিম্বা ডিবিজন কোর্ট হইলে তাঁহাদের নিষ্পত্তির উপর আপীল সম্পর্কে উক্ত কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণকালে

অথবা ঐ কোর্টের তন্বাধীন আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সম্পর্কে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণকালে,

প্রশ্ন গ্রহণের ও পুনর্দৃষ্টির কোর্টস্বরূপ।

অথবা প্রশ্ন গ্রহণের কি পুনর্দৃষ্টি করণের আদালতস্বরূপ ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য ক্রমে কার্য্যকরণকালে,

তৎসম্মুখে আনীত কোন মোকদ্দমায় উক্ত লেখ্য অর্পণ করা যাইবে না ও দেখান যাইবে না ও লিপিবদ্ধ করা যাইবে না ও ঐ কোর্টকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না ইতি।

রসুম দেওয়া আবশ্যক কি না ও কত দেওয়া কর্ত্তব্য এই বিষয়ের মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে রসুম যে দেওয়া গেল ইহার তত্ত্ব লওয়া যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য রসুম দেওয়া প্রয়োজন কি না ও কত দেওয়া উচিত এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কোন বাদির কি আটর্ণির বিবাদ হইলে, উক্ত কোন হাই কোর্টে সেই বিবাদ টাক্সিং আফিসরের প্রতি অর্পিত হইবে ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু তিনি সেই প্রশ্ন সাধারণের স্বার্থ ঘটিত জ্ঞান করিলে ঐ হাই কোর্টের চীফ জষ্টিসের, কিম্বা তিনি তৎপক্ষে সাধারণ কি বিশেষমতে হাই কোর্টের যে জজকে নিযুক্ত করেন তাঁহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সেই বিবাদ অর্পণ করিবেন।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার উক্ত কোন আদালতে সেইরূপ বিবাদ হইলে, আদালতের ক্লার্কের প্রতি অর্পিত হইবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত। কিন্তু সেই প্রশ্ন সাধারণের স্বার্থঘটিত জ্ঞান করিলে তিনি ঐ আদালতের প্রধান জজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিবেন।

এই ধারার প্রথম প্রকরণের অর্থক্রমে কে টাকসিং আফিসর হইবেন, চীফ জষ্টিস সাহেব ইহা নির্দ্দেশ করিবেন ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্যং আদালতের ও রাজকীয় কার্য্যালয়ের রসুমের কথা।

মফঃসল আদালতে কি রাজকীয় কার্য্যালয়ে যে লেখ্য উপস্থিত করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৬ ধারা। যাহার উপর রসুম লওয়া যাইতে পারে এই আইনের প্রথম কি দ্বিতীয় তফসীলে এমত যে কোন প্রকারের লেখ্য নির্দ্দিষ্ট হইল উক্ত একতর তফসীলে তাহার উপযুক্ত রসুম বলিয়া যত টাকা অবধারিত হইয়াছে, ঐ লেখ্যের উপর তাহার ন্যূন দেওয়া গেলে, সেই লেখ্য পূর্ব্বোক্ত কোর্ট ও আদালতভিন্ন কোন আদালতে অর্পণ করা যাইবে না ও দেখান যাইবে না ও লিপিবদ্ধ হইবে না ও রাজকীয় কোন কার্য্যকারককর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না ইতি।

বিশেষং মোকদ্দমায় কত রসুম লাগিবে তাহার হিসাব করিবার কথা।

৭ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় এই আইনমতে কত রসুম দিতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি এই।

টাকার মোকদ্দমায়।

(১) টাকার মোকদ্দমায়—যত টাকার দাওয়া হয় তদনুসারে। (ইহার মধ্যে হানিপূরণের ও মূল্যপ্রাপণের টাকা ও ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও *অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে দেওয়া যায় তাহার বাকীর নিমিত্ত* মোকদ্দমা ধর্ত্তব্য।)

ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির মোকদ্দমায়।

(২) ভরণপোষণের ও বার্ষিকবৃত্তির ও অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়—বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে। এক বৎসরের নিমিত্তে যত টাকার দাওয়া হয় ঐ মূল্য তাহার দশগুণ ধরিতে হইবে।

অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়।

(৩) টাকাভিন্ন অন্য যে অস্থাবর বিষয়ের বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়—আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার সময়ে বাজারে সেই বিষয়ের যে মূল্য হয় তদনুসারে।

(৪) এইং মোকদ্দমায়, অর্থাৎ

যাহার বাজার দর নাই এমত অস্থাবর বিষয়ের নিমিত্ত।

(ক) আগমবিষয়ক লেখ্য প্রভৃতি যে অস্থাবর বিষয়ের বাজার দর নাই তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়,

সাধারণ পরীবারীয় সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থ।

(খ) সম্পত্তি সাধারণ পরিবারীয় বলিয়া তাহার অংশ পাইবার অধিকার প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায়,

নির্দ্দেশ করণার্থ ডিক্রী ও তজ্জাত উপকার প্রাপণার্থ।

(গ) নির্দ্দেশসূচক যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার ফলস্বরূপ উপকার প্রার্থনা হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমায়,

নিষেধ হওনার্থ।

(ঘ) নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রাপণার্থ মোকদ্দমায়,

পথ প্রভৃতির নিমিত্ত।

(চ) এই আইনে যাহার অন্য বিধান হয় নাই ভূমিহইতে উৎপাদিত এমত উপকার পাইবার স্বত্ব নির্ণয়ার্থ মোকদ্দমায়,

হিসাবের নিমিত্ত।

(ছ) হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায়,

আবেদনপত্রে কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রে যে মূল্য ধরিয়া উপকার প্রার্থনা হয় তদনুসারে।

তদ্রূপ সকল মোকদ্দমায় অর্থী প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন তাহা ব্যক্ত করিবেন। এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের ৩১ ধারায় "দাওয়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রার্থিত উপকার" এই শব্দ প্রয়োগ হওনের ন্যায় ঐ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূমির ও বাটীর ও বাগানের অধিকার পাইবার।

(৫) ভূমির ও বাটীর ও বাগানের অধিকার পাইবার মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে। ঐ মূল্য ধরিবার বিধি এই,

ভূমি হইলে,

(ক) ঐ ভূমি গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক রাজস্বদায়ি সম্পূর্ণ মহাল কিম্বা মহালের নির্দ্দিষ্ট অংশ হইলে,

কিম্বা তদ্রূপ মহালের একাংশ হইয়া উক্ত প্রকারের রাজস্ব স্বতন্ত্র ধার্য্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কালেক্টরের রেজিষ্টরে লেখা গেলে,

ও সেই রাজস্ব স্থায়িরূপে অবধারিত হইলে,—

ঐ রাজস্বের দশগুণ।

(খ) ভূমি গবর্ণমেন্টের নিকট বার্ষিক রাজস্ব দায়ী সম্পূর্ণ মহাল কিম্বা মহালের অবধারিত অংশ হইলে, কিম্বা ঐ মহালের একাংশ হইয়া রেজিষ্টরীতে উক্ত প্রকারে লেখা গেলে,

ও সেই রাজস্ব অবধারিত কিন্তু চিরস্থায়ি নয় এমত স্থলে,

ঐ রাজস্বের পাঁচ গুণ।

(গ) ভূমি তদ্রূপ রাজস্বদায়ি না হইলে, কিম্বা অংশতঃ ঐ রাজস্ব-হইতে মুক্ত হইলে, কিম্বা ঐ রাজস্বের পরিবর্ত্তে তাহার উপর অবধারিত অন্য টাকার দাবী থাকিলে,

ও আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গত হইল সেই বৎসরে ঐ ভূমিহইতে নিট লভ্য উৎপন্ন হইলে,

ঐ নিট লভ্যের পঞ্চদশগুণ ধরিতে হইবে।

কিন্তু নিট লভ্য উৎপন্ন না হইলে, আদালত তত্তুল্য প্রকারের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমির মূল্য লক্ষ করিয়া ঐ ভূমির যেমূল্য নিরূপণ করেন তদনুসারে ধরা যাইবে।

(ঘ) ঐ ভূমি গবর্ণমেন্টের রাজস্বদায়ী মহালের একাংশ হইলেও সেই মহালের নির্দ্দিষ্ট অংশ না হইয়া উপরের লিখনমতে তাহার স্বতন্ত্র রাজস্ব ধার্য্য না হইলে, ঐ ভূমির বাজার দর অনুসারে।

বোম্বাই রাজধানী সম্পর্কীয় উপবিধি।

পরন্তু বোম্বাইযের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে ঐ ভূমির মূল্য ধরিবার এই বিধি।

(১) ত্রিশ বৎসরের অনধিক কালের বন্দোবস্তমতে ভূমি ভোগ হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট সম্পূর্ণ করদায়ী হইলে, জরীপঅনুসারে যত টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে তাহার পাঁচগুণ।

(২) ভূমি চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত কিম্বা ত্রিশ বৎসরের অধিক কালের বন্দোবস্তমতে ভোগ হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট সম্পূর্ণ কর দিলে, জরীপ-অনুসারে যত টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে তাহার দশগুণ। এবং

(৩) জরীপঅনুসারে বার্ষিক যত টাকা কর ধার্য্য হয় যদি তাহার সমুদয় কি একাংশ ক্ষমা হইযা থাকে, তবে যে কর কিম্বা করের যে অংশ তদ্রূপে ক্ষমা হইল তাহার দশগুণের অতিরিক্ত এই উপবিধির (ক) অথবা বিষয় বিশেষে (খ) প্রকরণমতে ঐ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি প্রজা রাজস্বদায়ি যে কোন ভূমির নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের নিকট পৃথক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন কিম্বা পৃথক অঙ্গীকারপত্র না থাকিলেও যাহার স্বতন্ত্র ধার্য্য হইয়াছে এই ধারায় "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝায়,

বাটীর ও বাগানের নিমিত্তে

(চ) বাটীর কি বাগানের নিমিত্ত মোকদ্দমা হইলে,—ঐ বাটীর কি বাগানের বাজার দর অনুসারে,

খ

(৬) ক্রয় করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায়,—যে ভূমির কি ঘরের কি বাগানের সম্পর্কে ঐ স্বত্বের দাওয়া হয় তাহার মূল্যানুসারে। ঐ মূল্য এই ধারার ৫ প্রকরণমতে নিরূপিত হইবে।

ক্রয় করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ।

(৭ ভূমির রাজস্বের আসৈনীস্বরূপ সম্পার্ক প্রাপণার্থ মোকদ্দমায়—আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গত হয় সেই বৎসরে খরচ বাদে নিট লভ্যের পঞ্চদশ গুণ অনুসারে।

ভূমির রাজস্বের আসৈনীর সম্পার্ক প্রাপণার্থ।

(৮) ভূমির কিম্বা ভূমিগত কি রাজস্বসংক্রান্ত সম্পার্কের ক্রোক অন্যথা করিবার মোকদ্দমায়,—সেই ভূমি কি সম্পার্ক যত টাকার নিমিত্তে ক্রোক করা যায় তদনুসারে।

ক্রোক অন্যথা করণার্থ।

কিন্তু সেই টাকা ভূমির কি সম্পার্কের মূল্যের অধিক হইলে—ঐ ভূমি কি সম্পার্ক প্রাপ্তির নিমিত্ত মোকদ্দমা হওয়ার ন্যায় রসুম ধরিতে হইবে।

(৯) বন্ধকী সম্পত্তি পাইবার নিমিত্তে বন্ধক গ্রহীতার নামে মোকদ্দমায়,

মুক্ত করণার্থ।

এবং বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করণার্থে বন্ধক গ্রহীতার মোকদ্দমায়,

বিক্রয় করণার্থ।

কিম্বা নিয়মাধীন বিক্রয়ক্রমে বন্ধক দেওয়া গেলে সেই বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করণার্থ মোকদ্দমায়,

বন্ধকপত্র দ্বারা মূল যত টাকা রক্ষিত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয় তদনুসারে।

(১০) নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—অর্থাৎ,

নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থ।

(ক) বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়, যত টাকা দেওয়া যাইবে তদনুসারে,

(খ) বন্ধকের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়, যত টাকা রক্ষিত হইবার নিয়ম হয় তদনুসারে।

(গ) পাট্টার চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়—ফাইন কি প্রিমিয়ম অর্থাৎ পণ কি সেলামী দিবার নিয়ম হইলে তাহার সহিত, মিয়াদের প্রথম বৎসর যত খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার মোট টাকা অনুসারে।

(ঘ) ডিক্রীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—বিবাদীয় টাকার কিম্বা সম্পত্তির মূল্যানুসারে,

(১) ভূম্যধিকারির ও প্রজার নিম্নলিখিত মোকদ্দমায়—যথা,

ভূম্যধিকারির ও প্রজার মোকদ্দমায়।

(ক) প্রজার স্থানে কবুলিয়ৎ পাইবার,

(খ) যে প্রজার ভোগ স্বত্ব থাকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিবার,

(গ) ভূম্যধিকারির স্থানে পাট্টা পাইবার,

(ঘ) উঠাইয়া দিবার নোটিসের আপত্তি করিবার,

(চ) যে ভূমিহইতে ভূম্যধিকারিকর্তৃক বে আইনীমতে উঠাইয়া দেওয়া যায় প্রজার তাহা ফিরিয়া পাইবার,

(ছ) খাজানা হ্রাস করিবার মোকদ্দমায়,—

মোকদ্দমা যে ভূমি সম্পর্কীয় হয়, আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে যে বৎসর গেল সেই বৎসরের খাজানা অনুসারে ইতি।

৮ ধারা। রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণের যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ভূমির মূল্য নিরূপণ বিষয়ক আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, যত টাকার ডিক্রী হয় ও আপেলাণ্ট যত টাকার দাওয়া করেন ইহার যে বিশেষ এই আইনমতে সেই আপীলের মর্ম্মাঙ্কপত্রের তদনুসারে রসুম নিরূপণ করা যাইবে ইতি।

মূল্য নিরূপণের আজ্ঞার উপর আপীলের মর্ম্মাঙ্ক পত্রের রসুমের কথা।

৯ ধারা। ৭ ধারা ৫ ও ৬ প্রকরণে যে ভূমির ও বাটীর ও বাগানের উল্লেখ হইয়াছে তাহার বৎসরের নিট লভ্য কিম্বা বাজারদর অন্যায়মতে ধারা গিয়াছে আদালতের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তদুল্লিখিত মোকদ্দমার রসুম নিরূপণ করিবার জন্যে আদালত উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কমিশ্যন দিয়া স্থানীয় কিম্বা প্রয়োজনমত অন্য অনুসন্ধান করিয়া আদালতে রিপোর্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

নিট লভ্য কি বাজারদর নির্ণয় করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ ধারা। (১) তদ্রূপ অনুসন্ধান করা গেলে পর সেই বাজার দর কি নিট লভ্যের অন্যায়নিরূপণ হইয়াছে আদালত ইহা জানিতে পাইলে, যদি অতিরিক্ত রসুম ধরা গিয়া থাকে, তবে স্বীয় বিবেচনায় সেই অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়া দিবেন অথবা যদি অল্প ধরা গিয়া থাকে, তবে ঐ বাজার দর কি নিট লভ্য ন্যায়মতে নিরূপণ হইলে বাদির যত অধিক রসুম দিতে হইত তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন।

নিট লভ্যের কি বাজার দরের অন্যায় নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) এমন স্থলে সেই অধিক রসুম না দেওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৮০ ধারায় "পরিষ্কার করিবার জন্যে" এই কথার পরে "কিম্বা সম্পত্তির বাজারদর" এই কথা, এবং "খেসারতের টাকা" এই কথার পর "কিম্বা বৎসরের নিট লভ্য" এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে ইতি।

১১ ধারা। ওয়াসিলাতে কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি ও ওয়াসিলাতের নিমিত্ত কিম্বা হিসাব পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমায়, যত ওয়াসিলাতের দাওয়া হয় কিম্বা অর্থী প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন তদধিকের ডিক্রী হইলে, মোকদ্দমায় সেই ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকা ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল উপযুক্ত কার্য্যকারককে ইহার বিশেষ না দেওনপর্য্যন্ত ঐ ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হইবে না।

ওয়াসিলাতের কি হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায় যত টাকার দাওয়া হয় তাহার অধিকের ডিক্রী হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

ওয়াসিলাতের টাকা যদি ডিক্রী সাধন কালে নিরূপণ করিবার নিয়ম হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপে যে ওয়াসিলাত নিরূপণ করা যায় তাহা দাওয়া করা ওয়াসিলাতের অধিক হইলে, তদ্রূপে নিরূপিত সমস্ত ওয়াসিলাত মোকদ্দামায় ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ডিক্রী সাধন করিবার আরং কার্য্য স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে মোকদ্দা ডিসমিস হইবে ইতি।

১২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে আবেদনপত্রের কিম্বা আপীলে মর্ম্মাত্মকপত্রের উপর যত রসুম লাগিবে ইহা নির্ণয় করণার্থ মূল্য নিরূপণ বিষয়ক বিবাদ হইলে, যে আদালতে ঐ আবেদনপত্র কি মর্ম্মাত্মকপত্র দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। এবং অর্থি প্রত্যর্থির পক্ষে সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

মূল্য নিরূপণের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা।

(২) কিন্তু তদ্রূপ কোন মোকদ্দা আপীল শ্রবণের কি প্রশ্নের উত্তর দেওনের কি পুনর্দৃষ্টি করণের উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, ঐ বিবাদ অন্যায়মতে নিষ্পত্তি হইল ও তদ্ধেতু রাজস্বের হানির সম্ভাবনা যদি আপীল আদালতের এমত বিবেচনা থাকে, তবে ঐ বিবাদ যথার্থমতে নিষ্পত্তি হইলে অধিক যত রসুম লাগিত যে ব্যক্তি রসুম দিয়াছেন তাঁহাকে ঐ আদালত তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিবেন এই স্থলে ১০ ধারার ২ প্রকরণের বিধি খাটে ইতি।

১৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের লিখিত কোন হেতুতে অধঃস্থ আদালত কোন আপীল কি আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলে যদি তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা মোকদ্দমার আপীল হইয়া যদি ঐ আইনের ৩৫১ ধারার লিখিত কোন হেতুতে তাহা অধঃস্থ আদালতের দ্বিতীয় নিষ্পত্তির জন্যে ফিরিয়া পাঠান যায়, তবে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের যত রসুম দিয়া থাকেন আপীল আদালত আপেলান্টকে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ সমুদয় টাকা ফিরিয়া পাইবার অনুমতিসূচক সংশিত্তপত্র দিবেন।

আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের রসুম ফিরিয়া পাইবার কথা।

পরন্তু আপীল হইয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলেও ফিরিয়া পাঠাইবার সেই আজ্ঞা যদি মোকদ্দমা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিষয়সকম্পর্কীয় না হয়, তবে বিবাদীয় বিষয়ের যে অংশ ফিরিয়া পাঠান গেল সেই অংশের উপর আদৌ যত টাকা রসুম লাগিতে পারিত ঐ সংশিতপত্রক্রমে আপেলান্ট তাহার অধিক ফিরিয়া পাইতে না ইতি পারিবে।

ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রর্থনা হইলে রসুম ফিরিয়া দিবার কথা।

১৪ ধারা। যদি ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম (৯০) দিনে কি তৎপরে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হয়, ও প্রার্থকের ত্রুটিপ্রযুক্ত সেই বিলম্ব না হইয়া থাকে, তবে উক্ত দিবসের পুর্ব্বে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা গেলে যত রসুম লাগিত তাহার অধিক যাহা দিয়াছেন, আদালত বিহিত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থকের সেই অধিকাংশ পাইবার অনুমতির সংশিতপত্র দিবেন ইতি।

আদালত ভ্রমহেতুক পূর্ব্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে টাকা ফিরিয়া পাইবার কথা।

১৫ ধারা। বিচার পুনর্দৃষ্ট হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে এবং আদালত পুনঃশ্রবণ কালে আইন কি বৃত্তান্তঘটিত ভ্রমহেতুক আপনার পূর্ব্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের উপর যত রসুম দেওয়া গেল তাহা ঐ আদালতে অন্য প্রর্থনাপত্রের উপর এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বরের (খ) কি (ঘ) প্রকরণক্রমে দাতব্য রসুমের যত অধিক হয় প্রার্থক কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইবার অনুমতির সংশিতপত্র আদালতহইতে পাইতে পারিবেন।

কিন্তু আদৌ শ্রবণ কালে যে প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিত যদি অংশতঃ কি সম্পূর্ণরূপে তদ্রূপ নূতন প্রমাণ ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা কি মতান্তর হওয়ার কারণ হয় তাহা হইলে এই ধারার পূর্ব্বভাগের কোন কথাক্রমে প্রার্থকের ঐ সংশিতপত্র পাইবার স্বত্ব থাকিবে না ইতি।

ডিক্রীর যে অংশের উপর আপীল হয় নাই রিস্পাণ্ডেণ্ট সেই বিষয়ের আপত্তি করিলে অতিরিক্ত রসুমের কথা।

১৬ ধারা। দেওয়ানী আদালতে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির উপর আপীল না হইয়া যদি বিবাদীয় বিষয়ের কেবল একাংশ সম্পর্কে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ আপীল শ্রুত হওনকালে রিস্পাণ্ডেণ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৪৮ ধারামতে সেই অংশভিন্ন নিষ্পত্তির অন্য অংশের বিষয়ে আপত্তি করেন তাহা হইলে নিষ্পত্তির যে অংশের বিষয়ে তদ্রূপ আপত্তি করেন আপীলের সেই অংশও ধরা গেলে অধিক যত রসুম লাগিত রিস্পাণ্ডেণ্ট তাহা না দিলে আদালত সেই আপত্তি শ্রবণ করিবেন না ইতি।

১৭ ধারা। একি মোকদ্দমা দুই কি ততধিক ভিন্ন২ বিষয়ঘটিত হইলে এই আইনক্রমে উক্ত প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের যত রসুম লাগে, পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দার আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের নিমিত্তে তাহার সমষ্টি লাগিবে।

বিবিধ বিষয়ঘটিত একি মোকদ্দমার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৯ ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইল জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

১৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়মতে কয়েদ কি অন্যায়মতে আসিদ্ধ হওন অপরাধের কিম্বা অন্য যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকেরা পরওয়ানাভিন্ন ধরিতে না পাবে এমত অপরাধের অভিযোগ করিয়া এই আইনমত রসুম দেওন পূর্ব্বক দরখাস্ত না দিয়া থাকে, তবে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের বিধানমতে তাহার প্রথম কি একি পরীক্ষা লিপিবদ্ধ হইলে তাহার আট আনা রসুম লাগিবে। কিন্তু আদালত তাহা ক্ষমা করা উচিত বোধ করিলে ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

অভিযোক্তাদের লিখিত পরীক্ষার কথা।

১৯ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত লেখ্যের উপর রসুম লাগিবে না। যথা,—

কোন২ লেখ্য মুক্ত থাকার কথা।

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সেনাপতি কিম্বা ওয়ারণ্ট আফিসর কি সনদ অপ্রাপ্ত জুদ্দাদার কি সেনা দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কিম্বা আত্ম পক্ষসমর্থন করিবার জন্যে যে মোক্তারনামা করেন তাহা।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১১৮ও ১৬৪ ধারার উল্লিখিত এজাহার।

(৩) মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে আদালত যে লিখিত বর্ণনা দিবার আজ্ঞা করেন তাহা।

(৪) সৈন্যসংক্রান্ত কোর্ট রিকেস্টে যে আবেদনপত্র ও ঐ কোর্টের ডিক্রী সম্পাদন করিবার যে দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় তাহা।

(৫) ফোর্ট সেন্ট জর্জ (মান্দ্রাজ) দেশে গ্রাম্যমুনসেফেরা যে মোকদ্দমার বিচার করেন তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র।

(৬) ঐ দেশে জিলার পঞ্চায়তের নিকট মোকদ্দমার আবেদনপত্র ও পরওয়ানা।

(৭) মান্দ্রাজের ১৮১৬ সালের ১২ আইনমতে কালেক্টর সাহেবদের নিকট মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

(৮) যে সম্পত্তির উপলক্ষে চরমপত্রের প্রামাণিকপত্র কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র কি সংশিতপত্র দেওয়া যাইবে ঐ সম্পত্তির মুল্য ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১২ নম্বরক্রমে উল্লিখিত ঐ প্রামাণিকপত্র ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র ও সংশিতপত্র।

(৯) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন তাঁহার কিম্বা রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করণ সম্পর্কীয় কিম্বা তদ্ঘটিত স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয়করণ সম্পর্কীয় বিষয়ের যে প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত করা যায় তাহা ঐ বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অবধারণের পূর্ব্বে উপস্থিত করা গেলে সেই প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত।

(১০) ভূমিতে সেঁচিবার নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের জল পাইবার প্রার্থনাপত্র।

(১১) ভূমির রাজস্ব অবধারিত আছে কিন্তু চিরস্থায়িরূপে নয় নিজ গবর্ণমেন্টের নিকট অঙ্গীকারক্রমে বদ্ধ ঐ ভূমিভোগি ব্যক্তি ভূমির রাজস্বের কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ ভূমির চাষ বৃদ্ধি করিবার কিম্বা সেই ভূমি ত্যাগ করিবার অনুমতির যে প্রার্থনাপত্র দেন ঐ প্রার্থনাপত্র।

(১২) ভূমি ত্যাগ কিম্বা খাজানা বৃদ্ধি করণের নোটিস দিবার প্রার্থনাপত্র।

(১৩) কর্ম্মকারকের নিকট ক্রোক করিবার লিখিত ক্ষমতাপত্র।

(১৪) যে দরখাস্তে অপরাধের অভিযোগ কি সন্ধান লেখা থাকে তভিন্ন সাক্ষ্য দিবার কিম্বা লেখ্য দেখাইবার জন্যে সাক্ষির কিম্বা অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হইবার সমন দেওনের কিম্বা আদালতে উপস্থিত করিবার অব্যবহিত কারণে যে আফিডেবিট করা যায় তভিন্ন কোন নিদর্শনপত্র দেখাইবার কি অর্পণ করিবার বিষয়ে যে প্রথম প্রার্থনাপত্র হয় তাহা।

(১৫) ফৌজদারী মোকদ্দমায় দর্শনপ্রতিভূর নিবন্ধপত্র। নালিশ করিবার কিম্বা সাক্ষ্য দিবার প্রতিজ্ঞাপত্র। স্বয়ং কিম্বা অন্যের উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাপত্র।

(১৬) পোলীসের কর্ম্মকারকের নিকট কি তাঁহার সম্মুখে, কিম্বা মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত গ্রামের মণ্ডলের কিম্বা গ্রাম্য পোলীসের নিকটে কি তাঁহার সম্মুখে, অপরাধ বিষয়ক যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কি অভিযোগপত্র কি সন্ধানবাদ দেওয়া কি অর্পণ করা যায় তাহা।

(১৭) কারাবদ্ধ ব্যক্তির কিম্বা কোন আদালত কি তৎকর্ম্মকারককর্তৃক আসিদ্ধ কি আটক করা ব্যক্তির দরখাস্ত।

(১৮) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যিনি রাজকীয় কার্য্যকারক হন তাঁহার কিম্বা মুনিসিপল কার্য্যকারকের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কার্য্যকারকের কি চাকরের দত্ত অভিযোগপত্র।

(১৯) গবর্ণমেণ্টের বনবৃক্ষচ্ছেদনের অনুমতির, কিম্বা ঐ বনসম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের প্রার্থনাপত্র।

(২০) গবর্ণমেণ্টের স্থানে প্রার্থকের পাওনা পাইবার প্রার্থনাপত্র।

(২১) ১৮৫৬ সালের ২০ আইনমত চৌকীদারী টাক্সের কিম্বা নগরসংক্রান্ত কোন টাক্সের উপর আপীলের দরখাস্ত।

(২২) রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে ভূম্যাদি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে, এমত কোন আইনমতে ক্ষতিপূরণের প্রার্থনাপত্র।

(২৩) ছোট নাগপুরের অন্তর্গত ভূসম্পর্ক নিরূপণ ও তাহার বিধান করণার্থ ও তাহা লিপিবদ্ধ করণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে যে স্পেশ্যল কমিশ্যনর নিযুক্ত হন তাঁহার নিকট দরখাস্ত।

(২৪) মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের ৪০ অধ্যায়ের আইনের (অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিবাহ বিষয়ক আইনের) ৫ ধারামতে কিম্বা ১৮৫২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারামতে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা ইতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরওয়ানার রসুমের বিধি।

২০ ধারা। হাই কোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি করিবেন।

পরওয়ানার খরচের বিধি।

(১) আপীল শুনিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ঐ কোর্ট এবং দেওয়ানী ও রাজস্বসংক্রান্ত যেং আদালত উক্ত ক্ষমতার ব্যাপ্য স্থানে স্থাপিত হইয়াছে সেইং আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার,

(২) যে অপরাধ হইলে পোলীসসংক্রান্ত কর্ম্মকারক পরওয়ানাভিন্ন ধৃত করিতে পারে তদ্ভিন্ন অন্য অপরাধ হইলে, পূর্ব্বোক্ত সীমার অন্তর্গত ফৌজদারী আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহাপর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার,

(৩) যে পেযাদারা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আদালতের অনুমতিক্রমে পরওয়ানা পর্য্যর্পণ কি সাধন করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তাহারদের পারিশ্রমিকের,

তদ্রূপ যে সকল বিধি করা যায় হাই কোর্ট সময়েং তাহা পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

উক্ত সকল বিধি ও পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পর স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়া আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

ঐ বিধি দৃঢ ও প্রকাশ করণের কথা।

উক্ত প্রকারের প্রণীত বিধি প্রকাশ না হওনপর্য্যন্ত পরওয়ানা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার রসুম বর্ত্তমান নিয়মমতে আদায় হইতে থাকিবে ও এই আইনমতে আদেয় রসুম জ্ঞান হইবে ইতি।

২১ ধারা। পরওয়ানা দিবার ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত রসুম দিতে হইবে তাহার নির্ঘণ্টপত্র ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া প্রত্যেক আদালতের কোন প্রকাশ স্থানে লটকান থাকিবে ইতি।

পরওয়ানার রসুমের নির্ঘণ্টপত্রের কথা।

২২ ধারা। প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবের ও জিলার প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত ও তাহার অধীন সকল আদালতহইতে যে পরওয়ানা বাহির হয় তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত জন পেয়াদাকে নিযুক্ত করা আবশ্যক তাহা ঐ জিলার জজ সাহেব ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিরূপণ করিবেন ও সময়ে২ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

জিলার ও তদধীন আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।

কিন্তু হাই কোর্টকর্ত্তৃক যে বিধি প্রণীত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় তদবলম্বন করিয়া ঐ সংখ্যা নিরূপণ ও পরিবর্ত্তন করিবেন।

(ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাই কোর্টের সাধারণ প্রথম স্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ) ১৮৬৫ সালের ১১ আইনক্রমে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার প্রত্যেক আদালত এই ধারার কার্য্যপক্ষে জিলার জজ সাহেবের আদালতের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

মফঃস্বলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পেয়াদার সংখ্যার কথা।

২৩ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেবের আদালত কিম্বা তাহার অধীন আদালতহইতে যে পরওয়ানা বাহির হয় তাহা পর্য্যর্পণ ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত জন পেয়াদা নিযুক্ত করা আবশ্যক, যে প্রত্যেক কর্ম্মকারক জিলার কালেক্টরের কর্ম্ম করেন তিনি রাজস্বসম্পর্কীয় কর্ত্তৃত্বকারি প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর

রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।

জেনরল সাহেবের অনুমোদিত বিধি অবলম্বন করিয়া তাহারদের সংখ্যা নিরূপণ করিবেন ও সময়েং সেই সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

এই অধ্যায়মতে যে পরাওয়ানা দেওয়া হয় তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে জারী করা পরওয়ানা জ্ঞান করিবার কথা।

২৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা পর্য্যর্পণ কি সাধন করা যায় তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৮৮ ধারার এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধনার্থ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২ ধারার অর্থানুযায়ি পরওয়ানা জ্ঞান হইবে ইতি।

পঞ্চম অধ্যায়।

বস্তুম আদায় করিবার বিধান।

ইষ্টাম্পদ্বারা আদায় করিবার কথা।

২৫ ধারা। ৩ ধারার উল্লিখিত কিম্বা এই আইনমতে আদেয় সকল রসুম ইষ্টাম্পদ্বারা লওয়া যাইবে ইতি।

ইষ্টাম্প ছাপা কি আটাল হইবার কথা।

২৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সময়েং যদ্রূপ আজ্ঞা করেন এই আইনমত রসুমের নিদর্শনসূচক সকল কি তন্মধ্য কোনং ইষ্টাম্প তদনুসারে ছাপিয়া কিম্বা আঁটিয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

ইষ্টাম্প যোগাইবার ও নূতন করিবার ও হিসাব রাখিবার ও সংখ্যার কথা।

২৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং

(ক) এই আইনমত ইষ্টাম্প যোগাইবার,

(খ) এই আইনমতে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে তাহার নিদর্শন সূচক যতখানি ইষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে তাহার,

(গ) ইষ্টাম্পের হানি হইলে কি তাহা নষ্ট হইলে নূতন করিয়া দিবার,

(ঘ) এই আইনমতে যে ইষ্টাম্পের ব্যবহার হয় তাহার হিসাব রাখিবার বিধান করিবেন।

কিন্তু হাই কোর্টে ৩ ধারামতে যে ইষ্টাম্পের ব্যবহার হইবে তৎসম্পর্কীয় সেই বিধি ঐ কোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেবের অনুমোদনক্রমে করা যাইবে।

উক্ত সকল বিধি স্থানবিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। তাহা হইলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

লেখ্য অনবধানে গ্রাহ্য হইলে তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনমতে যে লেখ্যের ইষ্টাম্প থাকা উচিত তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প না দেওয়া গেলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

কিন্তু তদ্রূপ কোন লেখ্যেতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প না থাকিলেও যদি কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে ভ্রম কি অনবধানতাক্রমে গ্রাহ্য কি অর্পণ কি ব্যবহার করা যায়, তবে কর্ত্তৃত্বকারি জজ কিম্বা বিষয়বিশেষে কার্য্যালয়ের প্রধান কার্য্যকারক কিম্বা হাই কোর্ট হইলে ঐ কোর্টের কোন জজ নিশ্চিত বোধ করিলে আপনার আদেশানুসারে ইষ্টাম্প করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ লেখ্যে তদ্রূপ ইষ্টাম্প দেওয়া গেলে প্রথমেই উপযুক্ত ইষ্টাম্প থাকার ন্যায় তৎসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে ইতি।

সংশোধিত লেখ্যের কথা।

২৯ ধারা। কেবল ভ্রম সংশোধনার্থে ও উভয় পক্ষের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুযায়ি করণার্থে উক্ত কোন লেখ্য সংশোধন করা গেলে, তাহাতে নূতন ইষ্টাম্প দিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

৩০ ধারা। যে লেখ্য এই আইনমতে ইষ্টাম্প করা প্রয়োজন তাহার ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করা না গেলে, ঐ লেখ্য কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যে অর্পণ করা যাইবে না ও তদনুসারে কোন কার্য্য হইবে না।

আদালত কিম্বা কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারক সময়েং যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি তদ্রূপ লেখ্য পাইলেই ঐ ইষ্টাম্পের মূল্য নির্দ্দেশের কথা রাখিয়া ছেনীদ্বারা মস্তকাদির প্রতিকৃতি কাটিয়া ঐ ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন। যে ভাগ কাটিয়া লওয়া যায় তাহা পোড়াইয়া কি অন্য প্রকারে নষ্ট করিতে হইবে ইতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ফৌজদারী আদালতে যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া যায় তাহার রসুম প্রতিদান করিবার কথা।

৩১ ধারা। (১) যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারক পরওয়ানাভিন্ন ধৃত করিতে পারে, কোন প্রার্থনাপত্রে কি দরখাস্তে তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের অভিযোগ কি নালিশ লিখিত হইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড নিরূপণ করেন, তদ্ভিন্ন ঐ প্রার্থনাপত্রে কি দরখাস্তে বাদির যত রসুম লাগিয়াছে অপরাধির তাহাও দিবার আজ্ঞা দিবেন।

(২) ১৮ ধারার লিখিত স্থলে পরীক্ষার নিমিত্তে বাদির রসুম দিতে হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তদ্ভিন্ন অপরাধির সেই রসুমও দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(৩) এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত অন্যতর স্থলে যদি বাদী পরওয়ানা জারী করিবার রসুম দিয়া থাকেন, তবে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তদ্ভিন্ন বাদির সেই রসুম ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে সকল রসুম ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা হয় তাহা আদালতের অবধারিত অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০৮, ৩০৯, ৩৭১, ৩৭৩ ধারা সংশোধন হইবার কথা।

৩২ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩০৮ ও ৩০৯ ধারাতে "ইষ্টাম্পের মাসুল" ও "ইষ্টাম্পের" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইনমত রসুম বলিয়া" এই কথা থাকার ন্যায়, এবং ঐ আইনের ৩৭১ ধারায় "যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ" এই যে শব্দ আছে তৎপরিবর্ত্তে "রসুম দেওয়া গেলে" এই কথা থাকার ন্যায়, এবং ঐ আইনের ৩৭৩ ধারায় "আপীল যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" ইত্যাদি যে কথা আছে তৎপরিবর্ত্তে "আপীলের যত রসুম লাগে ঐ দরখাস্তের তত লাগিবে" এই কথা থাকার ন্যায়, এবং "ইষ্টাম্পের নিমিত্তে" এই কথার পরিবর্ত্তে "রসুম" শব্দ থাকার ন্যায় ঐ২ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এবং ভারতবর্ষীয় ইনকম টাক্সের আইনের ২০ ধারা "উক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য" এই কথার পরিবর্ত্তে "দরখাস্তের রসুম" এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

যাহার উপযুক্ত রসুম দেওয়া যায় নাই ফৌজদারী মোকদ্দমায় এমত নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন লেখ্যের উপযুক্ত রসুম না দেওয়া গেলেও ন্যায় বিচারের ত্রুটি নিবারণার্থে সেই লেখ্য অর্পণ করা কি দর্শান আবশ্যক ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতির এমত বিবেচনা হইলে ৪ কি ৬ ধারার কোন কথাক্রমে তাহার অর্পণ করা কি দর্শান নিষিদ্ধ জ্ঞান হইবে না ইতি।

ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার বিধি।

৩৪ ধারা। সাধারণ ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের ৪৮ ধারায় "ইষ্টাম্পের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৬৭ সালের ২৬ আইন", এই কথার পরিবর্ত্তে "আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন" এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

৩৫ ধারা। এই আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলে যে বসুম অবধারিত হইযাছে, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিযা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিযা ব্রিটনীয ভারতবর্ষের সমস্ত কি কোন২ স্থানে সেই রসুম কিম্বা তাহার কোন অংশ ন্যূন কি ক্ষমা করিতে পারিবেন।

বসুম ন্যূন কি ক্ষমা করিবার কথা।

এবং তদ্রূপে ঐ আজ্ঞা রহিত কি মন্তান্তর করিতেও পারিবেন ইতি।

৩৬ ধারা। কোর্ট উলিযমের হাই কোর্টের আকৌন্টেন্ট জেনরলকে যে কমিশ্যন দিতে হয এবং ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের প্রতি অবধারিত বেতনের অতিরিক্ত যে সকল বসুম লইবার অনুমতি আছে, তাহার প্রতি এই আইনের ২ ও ৫ অধ্যাযের কোন কথা বর্ত্তিবে না ইতি।

হাই কোর্টের কোন২ কর্ম্মকারকের বসুম রক্ষা করণের কথা।

১ তফসীল।

মূল্যানুযায়ি রসুম।

মম্বর		উপযুক্ত রসুম
		টাকা
	বিবাদীয় টাকা কি বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য ৫৲ টাকার অধিক না হইলে	।৶০
	ঐ টাকা কি মূল্য ৫৲ টাকার অধিক হইলে, ১০০ টাকা পর্য্যন্ত ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি ৫৲ টাকার কি তাহার ন্যূনাংশের	।৶০
	ঐ টাকা কি মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি দশ টাকার কি তাহার ন্যূনাংশের	৸০
	ঐ টাকা কি মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে, ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি শতের কি তাহার ন্যূনাংশের	৫৲
১। এই আইনের ৩ ধারার * উল্লিখিত আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মক-পত্রভিন্ন যে আবেদনপত্র কি আপী-	ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক হইলে ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি আড়াই শতের কি তাহার ন্যূনাংশের	১০৲

লের যে মর্ম্মাত্মকপত্র দেওযানী কি রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতে উপস্থিত করা যায় ও এই আইনে যাহার প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই তাহা।	ঐ টাকা কি মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক হইলে ২০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০,০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি পাঁচশতের কি তাহার ন্যূনাংশের	১৫৲
	ঐ টাকা কি মূল্য ২০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৩০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ২০,০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের	২০৲
	ঐ টাকা কি মূল্য ৩০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৩০,০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি দুই সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের	২০৲
	ঐ টাকা কি মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৫০,০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি পাঁচ সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের	২৫৲
	কিন্তু আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের উপর ৩০০০ টাকার অধিক রসুম লওয়া যাইতে পারিবে না	
২। (মোকদ্দমার মিযাদ নিরূপণার্থ) ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারামত অধিকার পাইবার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র। ৩। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী আইনের ৫৩ ধারামত দরখাস্ত।	... ...	পূর্ব্বোক্তমতে যত রসুম ধার্য্য হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক।
৪। ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম দিনে কি তৎপরে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা হইলে।	... ...	আবেদনপত্রের কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্রের উপর যত রসুম লাগে তত।

* মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে কত রসুম লাগিবে ইহা নির্ণয় করণার্থে এই তফসীলসংযুক্ত টেবিল দেখ।

নম্বর		উপযুক্ত রসুম
		টাকা
৫। ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম দিনের পূর্ব্বে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনাপত্র।	... ...	আবেদনপত্রের কিম্বা আপীলের মর্ম্মাঙ্কপত্রের উপর যত রসুম লাগে তাহার অর্দ্ধেক।
৬। যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ডিক্রী নহে ও ডিক্রীর তুল্য বলবৎ নহে তাহার প্রতিলিপি কি অনুবাদ	হাই কোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত আদালতের বা কার্য্যালয়ের কর্তৃত্বকারি কার্য্যকারকের কিম্বা বিচার কি কার্য্যসম্পাদক অন্য কর্তৃপক্ষের সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইলে,—	
	(ক) বিবাদীয় টাকা কি দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকা কি তাহার ন্যূন হইলে	।•
	(খ) ঐ টাকা কি মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইলে ..	॥•
	হাই কোর্টে সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইলে	১৲
৭। ডিক্রীর কিম্বা তত্তুল্য বলবৎ আজ্ঞার প্রতিলিপি	ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হাই কোর্টভিন্ন কোন দেওয়ানী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালতের হইলে—	
	(ক) ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে মোকদ্দমায় করা যায় তদ্ঘটিত বিবাদীয় টাকা কি দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকা কি তাহার ন্যূন হইলে	॥•
	(খ) ঐ টাকা কি মূল্য ৫০ টাকার অধিক হইলে ...	১৲
	হাই কোর্টের ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হইলে ...	৪৲

৮। সাধারণ ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে যে লেখ্যের উপর ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে, মোকদ্দমার কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের কোন পক্ষ সেই মূলপত্র লইয়া তৎস্থানে প্রতিলিপি রাখিলে ঐ প্রতিলিপি	(ক) মূলপত্রের উপর আটআনার অধিক ইষ্টাম্পের মাসুল না লাগিলে	মূলপত্রে যত লাগে তত।
	(খ) অন্য স্থলে ..	৷৷০
৯। এই আইনে রাজস্ব কি আদালত সংক্রান্ত মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের কি আজ্ঞার যে প্রতিলিপির বিধানান্তর হয় নাই সেই প্রতিলিপি, কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালত কি কার্য্যালয়হইতে কিম্বা দেশখণ্ডের কার্য্যসম্পাদনাধিকারি কোন প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যালয়হইতে গৃহীত কোন হিসাব, বর্ণনাপত্র, রিপোর্ট প্রভৃতির প্রতিলিপি	৩৬০ শব্দ প্রতি, কিম্বা ৩৬০ শব্দের ন্যূনাংশের প্রতি ...	৷৷০
১০। বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম প্রেসীডেন্সির বালকাদির ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষা করিবার সুবিধান করণার্থ ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে কিম্বা বোম্বাই প্রেসীডেন্সীতে বালকাদির ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষা করিবার সুবিধান করণার্থ ১৮৬৪ সালের ২০ আইনমতে দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বের যে সংশিতপত্র দেওয়া যায় তাহা	যে টাকার কি সম্পত্তির বিষয়ে ঐ সংশিতপত্র দেওয়া যায়, তাহা কি তাহার মূল্য ৫০০ টাকার অধিক না হইলে	৫৲
	ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১০৲
	১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রতি সহস্রের কি তাহার ন্যূনাংশের ...	৫৲

নম্বর		উপযুক্ত রসুম
।		টাকা
১১। চরমপত্র সংযুক্ত কি তদ্ভিন্ন চরমপত্রের প্রামানিক পত্র কিম্বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র। ১২। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় করা সুগম করণের ও মৃত ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত লোকদিগকে যাহারা আপনহ কর্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহাদের বেঝুঁকি হওনার্থ ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে কিম্বা আদালতকর্তৃক উত্তরাধিকারিদের ও চরমপত্রসাধকের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের স্বীকৃত হওয়ার ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিদের ও ধনাধ্যক্ষদের নিযুক্ত হওয়ার বিধান করণার্থ বোম্বাইদেশের চলিত ১৮২৭ সালের ৮ আইনমতে যে সংশিতপত্র দেওয়া যায় তাহা।	যে টাকার কি সম্পত্তির নিমিত্তে উক্ত প্রামানিক কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব কি সংশিতপত্র দেওয়া যায় সেই টাকা কি সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে	ঐ টাকার কি মূল্যের উপর শতকরা ২ টাকা।

মন্তব্য। তদ্রূপ সংশিতপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, তিনি কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ সংশিতপত্রক্রমে যে সকল টাকা আদায় কি সংগ্রহ করেন ঐ সংশিতপত্র পাইবার তারিখ অবধি দ্বাদশ মাস গত হইলে পর, ও তৎপশ্চাৎ ঐ সংশিতপত্র দাতা আদালত যে সময়ে আজ্ঞা করেন সেই সময়ে শপথক্রমে ঐ সকল টাকার বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন।

ঐ সংশিতপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তিনি শপথক্রমে ঋণের যত টাকা কি অন্য সম্পত্তির যত মূল্য ব্যক্ত করিলেন তদধিক টাকা সংগৃহীত কি আদায় হইলে, আদালত সেই পত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাকে নূতন সংশিতপত্র লইয়া এই তফসীল অনুসারে অধিক যত বসুম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা না গেলে আদালত সেই সংশিতপত্র ব্যর্থ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে।	বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে।
......	৫	।৵০	২৭০	২৮০	২১৲
৫	১০	৸০	২৮০	২৯০	২১৸০
১০	১৫	১৵০	২৯০	৩০০	২২॥০
১৫	২০	১॥০	৩০০	৩১০	২৩।০
২০	২৫	১৸৵০	৩১০	৩২০	২৪৲
২৫	৩০	২।০	৩২০	৩৩০	২৪৸০
৩০	৩৫	২॥৵০	৩৩০	৩৪০	২৫॥০
৩৫	৪০	৩৲	৩৪০	৩৫০	২৬।০
৪০	৪৫	৩।৵০	৩৫০	৩৬০	২৭৲
৪৫	৫০	৩৸০	৩৬০	৩৭০	২৭৸০
৫০	৫৫	৪৵০	৩৭০	৩৮০	২৮॥০
৫৫	৬০	৪॥০	৩৮০	৩৯০	২৯।০
৬০	৬৫	৪৸৵০	৩৯০	৪০০	৩০৲
৬৫	৭০	৫।০	৪০০	৪১০	৩০৸০
৭০	৭৫	৫॥৵০	৪১০	৪২০	৩১॥০

৭৫	৮০	৬৲	৪২০	৪৩০	৩২।০
৮০	৮৫	৬।৶০	৪৩০	৪৪০	৩৩৲
৮৫	৯০	৬৸০	৪৪০	৪৫০	৩৩৸০
৯০	৯৫	৭৶০	৪৫০	৪৬০	৩৪॥০
৯৫	১০০	৭॥০	৪৬০	৪৭০	৩৫।০
১০০	১১০	৮।০	৪৭০	৪৮০	৩৬৲
১১০	১২০	৯৲	৪৮০	৪৯০	৩৬৸০
১২০	১৩০	৯৸০	৪৯০	৫০০	৩৭॥০
১৩০	১৪০	১০॥০	৫০০	৫১০	৩৮।০
১৪০	১৫০	১১।০	৫১০	৫২০	৩৯৲
১৫০	১৬০	১২৲	৫২০	৫৩০	৩৯৸০
১৬০	১৭০	১২৸০	৫৩০	৫৪০	৪০॥০
১৭০	১৮০	১৩॥০	৫৪০	৫৫০	৪১॥০
১৮০	১৯০	১৪।০	৫৫০	৫৬০	৪২৲
১৯০	২০০	১৫৲	৫৬০	৫৭০	৪২৸০
২০০	২১০	১৫৸০	৫৭০	৫৮০	৪৩॥০
২১০	২২০	১৬॥০	৫৮০	৫৯০	৪৪।০
২২০	২৩০	১৭।০	৫৯০	৬০০	৪৫৲
২৩০	২৪০	১৮৲	৬০০	৬১০	৪৫৸০
২৪০	২৫০	১৮৸০	৬১০	৬২০	৪৬॥০
২৫০	২৬০	১৯॥০	৬২০	৬৩০	৪৭।০
২৬০	২৭০	২০।০	৬৩০	৬৪০	৪৮৲

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে।	বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে।	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে।
৬৪০	৬৫০	৪৮৶০	১,১০০	১,২০০	৮৫৲
৬৫০	৬৬০	৪৯৷৷০	১,২০০	১,৩০০	৯০৲
৬৬০	৬৭০	৫০।০	১,৩০০	১,৪০০	৯৫৲
৬৭০	৬৮০	৫১৲	১,৪০০	১,৫০০	১০০৲
৬৮০	৬৯০	৫১৶০	১,৫০০	১,৬০০	১০৫৲
৬৯০	৭০০	৫২৷৷০	১,৬০০	১,৭০০	১১০৲
৭০০	৭১০	৫৩।০	১,৭০০	১,৮০০	১১৫৲
৭১০	৭২০	৫৪৲	১,৮০০	১,৯০০	১২০৲
৭২০	৭৩০	৫৪৶০	১,৯০০	২০,০০	১২৫৲
৭৩০	৭৪০	৫৫৷৷০	২০,০০	২,১০০	১৩০৲
৭৪০	৭৫০	৫৬।০	২,১০০	২,২০০	১৩৫৲
৭৫০	৭৬০	৫৭৲	২,২০০	২,৩০০	১৪০৲
৭৬০	৭৭০	৫৭৶০	২,৩০০	২,৪০০	১৪৫৲
৭৭০	৭৮০	৫৮৷৷০	২,৪০০	২,৫০০	১৫০৲
৭৮০	৭৯০	৫৯।০	২,৫০০	২,৬০০	১৫৫৲

৭৯০	৮০০	৬০৲	২,৬০০	২,৭০০	১৬০৲
৮০০	৮১০	৬০৸০	২,৭০০	২,৮০০	১৬৫৲
৮১০	৮২০	৬১॥০	২,৮০০	২,৯০০	১৭০৲
৮২০	৮৩০	৬২।০	২,৯০০	৩০,০০	১৭৫৲
৮৩০	৮৪০	৬৩৲	৩০,০০	৩,১০০	১৮০৲
৮৪০	৮৫০	৬৩৸০	৩,১০০	৩,২০০	১৮৫৲
৮৫০	৮৬০	৬৪॥০	৩,২০০	৩,৩০০	১৯০৲
৮৬০	৮৭০	৬৫।০	৩,৩০০	৩,৪০০	১৯৫৲
৮৭০	৮৮০	৬৬৲	৩,৪০০	৩,৫০০	২০০৲
৮৮০	৮৯০	৬৬৸০	৩,৫০০	৩,৬০০	২০৫৲
৮৯০	৯০০	৬৭॥০	৩,৬০০	৩,৭০০	২১০৲
৯০০	৯১০	৬৮।০	৩,৭০০	৩,৮০০	২১৫৲
৯১০	৯২০	৬৯৲	৩,৮০০	৩,৯০০	২২০৲
৯২০	৯৩০	৬৯৸০	৩,৯০০	৪,০০০	২২৫৲
৯৩০	৯৪০	৭০॥	৪,০০০	৪,১০০	২৩০৲
৯৪০	৯৫০	৭১।০	৪,১০০	৪,২০০	২৩৫৲
৯৫০	৯৬০	৭২৲	৪,২০০	৪,৩০০	২৪০৲
৯৬০	৯৭০	৭২৸০	৪,৩০০	৪,৪০০	২৪৫৲
৯৭০	৯৮০	৭৩।০	৪,৪০০	৪,৫০০	২৫০৲
৯৮০	৯৯০	৭৪।০	৪,৫০০	৪,৬০০	২৫৫৲
৯৯০	১,০০০	৭৫৲	৪,৬০০	৪,৭০০	২৬০৲
১,০০০	১,১০০	৮০৲	৪,৭০০	৪,৮০০	২৬৫৲

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে	বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত সুমর লাগে।
৪,৮০০	৪,৯০০	২৭০৲	১৭,০০০	১৭,৫০০	৭০০৲
৪,৯০০	৫,০০০	২৭৫৲	১৭,৫০০	১৮,০০০	৭১৫৲
৫,০০০	৫,২৫০	২৮৫৲	১৮,০০০	১৮,৫০০	৭৩০৲
৫,২৫০	৫,৫০০	২৯৫৲	১৮,৫০০	১৯,০০০	৭৪৫৲
৫,৫০০	৫,৭৫০	৩০৫৲	১৯,০০০	১৯,৫০০	৭৬০৲
৫,৭৫০	৬,০০০	৩১৫৲	১৯,৫০০	২০,০০০	৭৭৫৲
৬,০০০	৬,২৫০	৩২৫৲	২০,০০০	২১,০০০	৭৯৫৲
৬,২৫০	৬,৫০০	৩৩৫৲	২১ ০০০	২২,০০০	৮১৫৲
৬,৫০০	৬,৭৫০	৩৪৫৲	২২,০০০	২৩,০০০	৮৩৫৲
৬,৭৫০	৭,০০০	৩৫৫৲	২৩,০০০	২৪,০০০	৮৫৫৲
৭,০০০	৭,২৫০	৩৬৫৲	২৪,০০০	২৫,০০০	৮৭৫৲
৭,২৫০	৭,৫০০	৩৭৫৲	২৫,০০০	২৬,০০০	৮৯৫৲
৭,৫০০	৭,৭৫০	৩৮৫৲	২৬,০০০	২৭,০০০	৯১৫৲
৭,৭৫০	৮,০০০	৩৯৫৲	২৭,০০০	২৮,০০০	৯৩৫৲

৮,০০০	৮,২৫০	৪০৫৲	২৮,০০০	২৯,০০০	৯৫৫৲
৮,২৫০	৮,৫০০	৪১৫৲	২৯,০০০	৩০,০০০	৯৭৫৲
৮,৫০০	৮,৭৫০	৪২৫৲	৩০,০০০	৩২,০০০	৯৯৫৲
৮,৭৫০	৯,০০০	৪৩৫৲	৩২,০০০	৩৪,০০০	১,০১৫৲
৯,০০০	৯,২৫০	৪৪৫৲	৩৪,০০০	৩৬,০০০	১,০৩৫৲
৯,২৫০	৯,৫০০	৪৫৫৲	৩৬,০০০	৩৮,০০০	১,০৫৫৲
৯,৫০০	৯,৭৫০	৪৬৫৲	৩৮,০০০	৪০,০০০	১,০৭৫৲
৯,৭৫০	১০,০০০	৪৭৫৲	৪০,০০০	৪২,০০০	১,০৯৫৲
১০,০০০	১০,৫০০	৪৯০৲	৪২,০০০	৪৪,০০০	১,১১৫৲
১০,৫০০	১১,০০০	৫০৫৲	৪৪,০০০	৪৬,০০০	১,১৩৫৲
১১,০০০	১১,৫০০	৫২০৲	৪৬,০০০	৪৮,০০০	১,১৫৫৲
১১,৫০০	১২,০০০	৫৩৫৲	৪৮,০০০	৫০,০০০	১,১৭৫৲
১২,০০০	১২,৫০০	৫৫০৲	৫০,০০০	৫৫,০০০	১,২০০৲
১২,৫০০	১৩,০০০	৫৬৫৲	৫৫,০০০	৬০,০০০	১,২২৫৲
১৩,০০০	১৩,৫০০	৫৮০৲	৬০,০০০	৬৫,০০০	১,২৫০৲
১৩,৫০০	১৪,০০০	৫৯৫৲	৬৫,০০০	৭০,০০০	১,২৭৫৲
১৪,০০০	১৪,৫০০	৬১০৲	৭০,০০০	৭৫,০০০	১,৩০০৲
১৪,৫০০	১৫,০০০	৬২৫৲	৭৫,০০০	৮০,০০০	১,৩২৫৲
১৫,০০০	১৫,৫০০	৬৪০৲	৮০,০০০	৮৫,০০০	১,৩৫০৲
১৫,৫০০	১৬,০০০	৬৫৫৲	৮৫,০০০	৯০,০০০	১,৩৭৫৲
১৬,০০০	১৬,৫০০	৬৭০৲	৯০,০০০	৯৫,০০০	১,৪০০৲
১৬,৫০০	১৭,০০০	৬৮৫৲	৯৫,০০০	১,০০,০০০	১,৪২৫৲

মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে মুল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে তাহার হিসাব করিবার টেবিল।

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে।	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে	বিবাদীয় টাকা কি মূল্য যাহার অধিক হইলে	ও যাহার অনধিক হইলে	যত রসুম লাগে
১,০০,০০০	১,০৫,০০০	১,৪৫০৲	২,৬০,০০০	২,৬৫,০০০	২,২৫০৲
১,০৫,০০০	১,১০,০০০	১,৪৭৫৲	২,৬৫,০০০	২,৭০,০০০	২,২৭৫৲
১,১০,০০০	১,১৫,০০০	১,৫০০৲	২,৭০,০০০	২,৭৫,০০০	২,৩০০৲
১,১৫,০০০	১,২০,০০০	১,৫২৫৲	২,৭৫,০০০	২,৮০,০০০	২,৩২৫৲
১,২০,০০০	১,২৫,০০০	১,৫৫০৲	২,৮০,০০০	২,৮৫,০০০	২,৩৫০৲
১,২৫,০০০	১,৩০,০০০	১,৫৭৫৲	২,৮৫,০০০	২,৯০,০০০	২,৩৭৫৲
১,৩০,০০০	১,৩৫,০০০	১,৬০০৲	২,৯০,০০০	২,৯৫,০০০	২,৪০০৲
১,৩৫,০০০	১,৪০,০০০	১,৬২৫৲	২,৯৫,০০০	৩,০০,০০০	২,৪২৫৲
১,৪০,০০০	১,৪৫,০০০	১,৬৫০৲	৩,০০,০০০	৩,০৫,০০০	২,৪৫০৲
১,৪৫,০০০	১,৫০,০০০	১,৬৭৫৲	৩,০৫,০০০	৩,১০,০০০	২,৪৭৫৲
১,৫০,০০০	১,৫৫,০০০	১,৭০০৲	৩,১০,০০০	৩,১৫,০০০	২,৫০০৲
১,৫৫,০০০	১,৬০,০০০	১,৭২৫৲	৩,১৫,০০০	৩,২০,০০০	২,৫২৫৲
১,৬০,০০০	১,৬৫,০০০	১,৭৫০৲	৩,২০,০০০	৩,২৫,০০০	২,৫৫০৲
১,৬৫,০০০	১,৭০,০০০	১,৭৭৫৲	৩,২৫,০০০	৩,৩০,০০০	২,৫৭৫৲
১,৭০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৮০০৲	৩,৩০,০০০	৩,৩৫,০০০	২,৬০০৲

১,৭৫,০০০	১,৮০,০০০	১,৮২৫৲	৩,৩৫,০০০	৩,৪০,০০০	২,৬২৫৲
১,৮০,০০০	১,৮৫,০০০	১,৮৫০৲	৩,৪০,০০০	৩,৪৫,০০০	২,৬৫০৲
১,৮৫,০০০	১,৯০,০০০	১,৮৭৫৲	৩,৪৫,০০০	৩,৫০,০০০	২,৬৭৫৲
১,৯০,০০০	১,৯৫,০০০	১,৯০০৲	৩,৫০,০০০	৩,৫৫,০০০	২,৭০০৲
১,৯৫,০০০	২,০০,০০০	১,৯২৫৲	৩,৫৫,০০০	৩,৬০,০০০	২,৭২৫৲
২,০০,০০০	২,০৫,০০০	১,৯৫০৲	৩,৬০,০০০	৩,৬৫,০০০	২,৭৫০৲
২,০৫,০০০	২,১০,০০০	১,৯৭৫৲	৩,৬৫,০০০	৩,৭০,০০০	২,৭৭৫৲
২,১০,০০০	২,১৫,০০০	২,০০০৲	৩,৭০,০০০	৩,৭৫,০০০	২,৮০০৲
২,১৫,০০০	২,২০,০০০	২,০২৫৲	৩,৭৫,০০০	৩,৮০,০০০	২,৮২৫৲
২,২০,০০০	২,২৫,০০০	২,০৫০৲	৩,৮০,০০০	৩,৮৫,০০০	২,৮৫০৲
২,২৫,০০০	২,৩০,০০০	২০,৭৫৲	৩,৮৫,০০০	৩,৯০,০০০	২,৮৭৫৲
২,৩০,০০০	২,৩৫,০০০	২,১০০৲	৩,৯০,০০০	৩,৯৫,০০০	২,৯০০৲
২,৩৫,০০০	২,৪০,০০০	২,১২৫৲	৩,৯৫,০০০	৪,০০,০০০	২,৯২৫৲
২,৪০,০০০	২,৪৫,০০০	২,১৫০৲	৪,০০,০০০	৪,০৫,০০০	২,৯৫০৲
২,৪৫,০০০	২,৫০,০০০	২,১৭৫৲	৪,০৫,০০০	৪,১০,০০০	২,৯৭৫৲
২,৫০,০০০	২,৫৫,০০০	২,২০০৲	৪,১০,০০০	... ...	৩,০০০৲
২,৫৫,০০০	২,৬০,০০০	২,২২৫৲			

২ তফসীল।

অবধারিত বস্তুম।

নম্বর		উপযুক্ত বস্তুম
		টাকা
১। প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত	(ক) গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যে ব্যক্তির ব্যাপার থাকে তিনি কষ্টম কি আবকারি কর্ম্ম বিভাগের কার্য্যকারককে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটকে দিলে, ও সেই প্রার্থনাপত্রের মর্ম্ম কেবল সেই ব্যাপার লইয়া হইলে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিজ গবর্ণমেণ্টের সহিত নিয়ম করিয়া মিয়াদী বন্দোবস্তমতে ভূমি ভোগ করে সে ভূমির রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন কর্ত্তৃপক্ষকে প্রার্থনাপত্র দিলে ও ঐ প্রার্থনাপত্রের কি দরখাস্তের মর্ম্ম কেবল ঐ নিয়মের বিষয়ে হইলে, কিম্বা কোন স্থানের পারিপাট্য কি সৌষ্ঠব করণার্থ যে আইন তৎকালে প্রচলিত হয় এমত কোন আইনক্রমে যিনি মুনিসিপল কমিশ্যনর হন তাঁহাকে ঐ প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত দেওয়া গেলে ও সেই প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত কেবল সেই পারিপাট্য কি সৌষ্ঠবকার্য্য সম্পর্কীয় হইলে,	এক আনা

১। প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত।	কিম্বা যে মোকদ্দমায় বিবাদীয় টাকা কি বিষয়ের মূল্য পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হয় এমত মোকদ্দমাসংক্রান্ত ঐ দরখাস্ত মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে, কিম্বা ১৮৫৯ সালের ৩ আইনমতে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালতস্বরূপ সৈন্যাবাস স্থানের যে মাজিষ্ট্রেট উপবিষ্ট হন তাঁহাকে, কিম্বা ১৮৬৫ সালের ১১ আইন কিম্বা ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ২০ ধারামতে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবকে কি রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া গেলে, কিম্বা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালতের কি বোর্ডের কি কার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের কোন নিষ্পত্তির কি ডিক্রীর কি আজ্ঞার কিম্বা ঐ আদালতের কি কার্য্যালয়ের কাগজপত্রের অন্তর্গত অন্য লেখ্যের প্রতিলিপি কি অনুবাদ পাইবার নিমিত্তে ঐ দরখাস্ত উক্ত কোন আদালতে কি বোর্ডে কি কার্য্যকারককে দেওয়া গেলে,	এক আনা
	(খ) পোলীসের কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে যে অপরাধ হেতুক পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারে ঐ দরখাস্তে তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের আবেদন কি অভিযোগ লেখা থাকিলে ও তাহা কোন ফৌজদারী আদালতে দেওয়া গেলে,	আট আনা

নম্বর।		উপযুক্ত মসুল।
		টাকা
১। প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত ...	কিম্বা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে কিম্বা কালেক্টর সাহেবকে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের তুল্য কি ন্যূন ক্ষমতাপন্ন রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কার্য্যকারককে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্যসম্পাদকতা পদসম্পর্কে তাঁহাকে দেওয়া গেলে, ও এই আইনে তাহার বিধানান্তর না হইলে, কিম্বা আদালতে রাজস্ব কি খাজানা গচ্ছিত করণার্থে, কিম্বা ভূম্যধিকারী প্রজাকে ক্ষতিপূরণের যত টাকা দিবেন আদালতকর্তৃক তাহার নির্ণয় করণার্থে, দেওয়া গেলে	আট আনা।
	(গ) প্রধান কমিশ্যনর সাহেবকে, কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যের তত্ত্ববিধায়ক প্রধান অন্য কর্তৃপক্ষকে কি কার্য্যসম্পাদক কর্তৃপক্ষকে কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কি দায়েরসায়েরী কমিশ্যনর সাহেবকে, কিম্বা দেশখণ্ডের কর্ম্মসম্পাদনাধিকারি কোন প্রধান কর্তৃপক্ষকে দেওয়া গেলে ও এই আইনে বিধানন্তর না হইলে, ...	এক টাকা।
	(ঘ) হাই কোর্টে উপস্থিত করা গেলে ...	দুই টাকা।
২। পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র	... ...	আট আনা।

৩। পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র	(ক) জিলা আদালতে দেওয়া গেলে ...	এক টাকা।
	(খ) কমিশ্যনর সাহেবকে কিম্বা হাই কোর্টে দেওয়া গেলে	দুই টাকা।
৪। বর্ত্তমান অধিকার বলবৎ রাখিবার, কিম্বা আইনের ধারাক্রমে না হইয়া যে ব্যক্তি প্রকারান্তরে অধিকারচ্যুত হইয়াছে তাহার অধিকার প্রদানার্থ কোন২ মোকদ্দমার মামলৎদারদের আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য দানার্থ ১৮৩৮ সালের ১৬ আইন কিম্বা বোম্বাইযের ১৮৬৪ সালের ৫ আইনমতে অধিকার প্রাপণার্থ মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র। ৫। ভোগ স্বত্ব স্থাপন কি অপ্রমাণ করিবার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র। ৬। দর্শনপ্রতিভূর নিবন্ধপত্র কিম্বা এই আইনেতে নিবন্ধসূচক অন্য যে নিদর্শনপত্রের প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই, তাহা কোন আদালতের কিম্বা রাজকার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশমতে দেওয়া গেলে।	... ...	আট আনা

নম্বর		উপযুক্ত রসুম।
		টাকা।
৭। বিবাহবন্ধন বিলোপনার্থ ভারতবর্ষীয় আইনের ৪৯ ধারামতে কার্য্যে প্রবর্ত্তনের অঙ্গীকারপত্র। ৮। ভারতবর্ষীয় ইনকম টাক্সের আইনমত টাক্স বিষয়ে আপত্তিসূচক দরখাস্ত।	... ...	আট আনা।
৯। ভারতবর্ষীয় ইনকম টাক্সের আইনের ২১ ধারামতে আপীলের দরখাস্ত	... .	এক টাকা।
১০। মোক্তারনামা কি ওকালৎনামা ...	কোন একি মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে— (ক) হাই কোর্টভিন্ন কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে, কিম্বা এই নম্বরের (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত কার্য্যকারক ভিন্ন রাজকার্য্য সম্পাদক অন্য কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে	আট আনা।
	(খ) রাজস্বসংক্রান্ত কি দায়েরসায়েরী কি কষ্টমের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কি কার্য্যসম্পাদনের কর্ত্তৃপক্ষভিন্ন দেশখণ্ডের কার্য্যসম্পাদনাধিকারি কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে	এক টাকা।

	(গ) হাইকোর্ট কি প্রধান কমিশ্যনব সাহেবেব কি বেবিনিউ বোর্ডেব কি রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যেব তত্ত্বাবধায়ক কি কার্য্যসম্পাদক অন্য প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত কবা গেলে	দুই টাকা।
১১। আপীলের মর্যাজ্ঞকপত্র। আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপব কি ডিক্রীর কি তত্তুল্য বলবৎ আজ্ঞাব উপর ঐ আপীল না হইলে এবং	(ক) হাই কোর্টভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে কিম্বা হাই কোর্টভিন্ন কিম্বা বাজস্বসংক্রান্ত প্রধান তত্ত্ববিধাযক কি কার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষভিন্ন বাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতে কিম্বা কার্য্যসম্পাদক কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে উপস্থিত কবা গেলে	আট আনা।
	(খ) হাই কোর্টে কিম্বা প্রধান কমিশ্যনব সাহেবেব নিকটে কিম্বা বাজস্বসংক্রান্ত প্রধান তত্ত্ববিধাযক কি কার্য্যসম্পাদক অন্য কর্ত্তৃপক্ষেব নিকটে উপস্থিত কবা গেলে	দুই টাকা।
১২। কেবিয়াট (অর্থাৎ চরমপত্রের প্রামাণিকপত্রপ্রভৃতি না দিবার প্রার্থনাপত্র।) ১৩। ১৮৫৯ সালেব ১০ আইনের ২৬ ধারামতে কিম্বা বঙ্গীয ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ৯ ধারামতে কিম্বা বঙ্গীয় ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারামতে প্রার্থনাপত্র।	... .	পাঁচ টাকা।

নম্বর ।		উপযুক্ত রসুম ।
		টাকা ।
১৪ । খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহবন্ধন বিলোপ করণার্থ ১৮৬৬ সালের আইনমত মোকদ্দমায় যে দরখাস্ত হয় তাহা । ১৫ । স্ত্রী পাইবার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র ।	... ...	পাঁচ টাকা ।
১৬ । দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব সম্পর্কীয় নিবন্ধপত্র ।	... ...	আট টাকা ।
১৭ । নিম্ন লিখিত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কিম্বা আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র		
(১) পেটণ্টপত্রদ্বারা স্থাপিত আদালত-ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কোন আদালতের সরাসরী নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করণার্থ ।		
(২) যে রেজিষ্টরী বহীতে রাজস্বদারি মহালের ভূম্যধিকারিদের নাম লেখা আছে		

তন্নিখিত কোন কথা পরিবর্ত্তন করণার্থ কি উঠাইয়া দেওনার্থ (৩) নির্দ্দেশসূচক ডিক্রীজাত কোন উপকার প্রার্থনা না হইয়া ঐ ডিক্রী প্রাপণার্থ (৪) ডিক্রী অন্যথা করণার্থ (৫) পোষ্যপুত্র গ্রহণ কার্য্য অন্যথা করণার্থ (৬) এবং অন্য যে সকল মোকদ্দমায় টাকা ধরিয়া বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য নিরূপণ হইতে না পারে ও এই আইনে যাহার বিধানান্তর হয় নাই তাহার। ১৮। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩২৬ ধারামত প্রার্থনাপত্র ১৯। ঐ আইনের ৩২৮ ধারামত নিয়মপত্র	...	...	...	...	দশ টাকা।
২০। স্ত্রীসম্বন্ধ খণ্ডনার্থ ভারতবর্ষীয় আইনের ৪৪ ধারামত দরখাস্তভিন্ন ঐ আইনমত কোন দরখাস্ত এবং ঐ আইনের ৫৫ ধারামতে আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র। ২১। পারসীদের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনমত আবেদনপত্র কি আপীলের মর্ম্মাত্মকপত্র।	...	..	..	...	বিশ টাকা।

তৃতীয় তফসীল।

যেং বিধান রহিত করা গেল।

প্রথম ভাগ।

যেং আইন সম্পূর্ণরূপে রহিত হইল তাহার

সাল ও নম্বর।		খ্যাতি।
১৮৪৮ সা. ১৭ আ.	...	মান্দ্রাজ প্রসীডেন্সীর অন্তর্গত জিলার মুনসেফদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার রসুমের পরিবর্তে ইষ্টাম্পের মাসুল আদায় করণার্থ এবং স্থল বিশেষে আবেদনপত্রের উপর যে ইষ্টাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছে তাহার প্রতিদানার্থ আইন।
১৮৬২ সা. ১০ আ.	...	ইষ্টাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।
১৮৬৩ সা. ১১ আ	..	দেওয়ানী পরওয়ানা দিবার ও সাধন করিবার নিমিত্ত পেয়াদাদের নিযুক্ত করিবার ও পারিশ্রমিক দিবার আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।
১৮৬৫ সা. ১৮ আ.	...	১৮৬২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন) সংশোধনার্থ আইন।
১৮৬৮ সা. ১৫ আ.	...	১৮৬৮ সালের হাই কোর্টের রসুমের আইন।
১৮৬৩ সা. বঙ্গীয় ৫ আ	...	দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের পরওয়ানা দেওন ও জারী করণার্থ পেয়াদাদিগকে নিযুক্ত করণের ও তাহারদের মেহনতানা দেওনের আইন সংশোধনার্থ আইন।

দ্বিতীয় ভাগ।

যেং আইনেব অংশমাত্র রহিত হইল তাহাব

সাল ও নম্বব।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৫২ সা. ৫ আ. ...	ভাবতবর্ষেব বিবাহেব বিষযি আইন এই নাম বিশিষ্ট শ্রীশ্রীমতী মহাবানীর পঞ্চদশ বৎসরেব যে আক্ট পাবলিমেণ্টে জাবী হয তাহাব বিধি সফল কবণেব আইন	৯ ধাবার "নিয়ত ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে" এই কথা। ২৫ ধাবা।
১৮৫২ সা. ৩৩ আ. ...	যে আদালতে ডিক্রী হয সেই আদালতের এলাকাব বাহিবেব স্থানে ঐ ডিক্রী জাবীব সুগম কবণেব আইন	৯ ধাবা।
১৮৫৯ সা. ৮ আ. ...	দেওযানী মোকদ্দমাব যেং আদালত রাজকীয চার্টব দ্বাবা স্থাপিত হয নাই সেইং আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবাব আইন	৯৮ ধারাগত "ফবিযাদী সেই রাজীনামার" এই কথাঅবধি ধাবাব শেষপর্য্যন্ত সকল কথা। ১১৮ ধারাগত "ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে" এই কথা। ১১৯ ধাবাগত "ও যে স্থলে দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই স্থলে ঐ আদালতেব নিকটে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবাব বিধান আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ আপীলের দবখাস্ত লিখিতে হইবে," এই সকল কথা।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৫৯ সা. ৮ আ.		১২২ ধারাগত "আদালত সেই প্রকারের" এই কথাঅবধি ধারার শেষ পর্য্যন্ত। ১৬৪ ধারাগত "ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে" এই কথা। ২৯৯ ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা। ৩২৬ ধারাগত "মোকদ্দমার আ-রজী লিখিবার যে মূল্যের ই-ষ্টাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার সিকি মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা। ৩২৭ ধারাগত "তৎকালের চলিত কোন আইনমতে যদি আদা-লতের নিকটে দরখাস্ত ইষ্টা-ম্প কাগজে লিখিতে হয়, তবে

তাহা যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা।

৩২৮ ধারাগত "মোকদ্দমাতে নালিশের আরজীর যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ একবারনামা সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা।

৩৬৮ ধারাগত "অর্থাৎ জিলার আদালতে আপীল হইলে এক টাকার ইষ্টাম্প কাগজে ও সদর আদালতে আপীল হইলে দুই টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা।

৩৭৭ ধারাগত "যদি দরখাস্ত" এই কথাঅবধি ধারার শেষপর্য্যন্ত।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৫৯ সা. ১০ আ. ...	কোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলা দেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	১৩ ধারাগত "সেই দরখাস্ত শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে" ও ১২০ ধারাগত "তাহা শাদা কাগজে লিখিয়া দিতে পারিবে" এই কথা। ১৯ ধারাগত "শাদা কাগজে" এই কথা। আপীলের দরখাস্তের যত ইষ্টাম্প লাগিবে ১৫৬ ও ১৬১ ধারাগত এতদ্বিষয়ের কথা।
১৮৬১ সা. ২৩ আ. ...	ইংরেজী ১৮৫৯ সালের ৮ আইন (অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন) সংশোধন করিবার আইন	১২ ধারার শেষ পদ।
১৮৬২ সা. ২০ আ. ...	বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উপবিষ্ট আদালতে রসুম ও ইষ্টাম্পের মাসুল আদায়ের বিধান করিবার ও উক্ত উপবিষ্ট আদালতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের কএক ধারা স্থগিত করিবার আইন	হেতুবাদের প্রথমাবধি "উক্ত নিয়ম প্রচলিত রাখা বিহিত এবং" পর্য্যন্ত সমস্ত কথা। ২ ধারা।

১৮৬৩ সা. ১ আ.	...	ব্রিটনীয় বর্ম্মা দেশের অন্তর্গত দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য নির্ণয় করণ ও ঐ আদালতের কার্য্যবিধান করণার্থ এবং উক্ত দেশে কোন২ আইন প্রচলিত করণের বিধান করণার্থ আইন	১৭ ধারার শেষ পদ। ২০ ধারাগত "ডেপুটী কমিশ্যনরের আদালতে আপীল হইলে এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ও কমিশ্যনরের কিম্বা প্রধান কমিশ্যনরের আদালতে আপীল হইলে দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে এবং" এই সকল কথা। ২৬ ধারা।
১৮৬৩ সা. ২০ আ	...	ধর্ম্মার্থে দত্ত ভূম্যাদির তত্ত্বাবধারণ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের ত্যাগ করিবার ক্ষমতা দানার্থ আইন	১৮ ধারাগত "সেই প্রার্থনাপত্র শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারিবে।" এবং "মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে যখন খরচার হিসাব করা যাইবে তখন প্রার্থনাপত্রে ইষ্টাম্পের যত মাসুল হইতে পারে তাহার হিসাব হইয়া মোকদ্দমার খরচার সঙ্গে লেখা যাইবে," এই কথা।
১৮৬৩ সা. ২১ আ	..	ব্রিটনীয় বর্ম্মা দেশান্তর্গত আক্যাব ও রাঙ্গুন ও মৌলমেন নগরে রিকার্ডরদের আদালত করিবার ও উক্ত নগরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপন করিবার আইন	৪৬ ধারা।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৬৩ সা. ৩২ আ …	১৮৬২ সালের ২০ আইন (অর্থাৎ বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টে বসুম ও ইষ্টাম্পের মাসুল আদায়ের বিধান করিবার ও উক্ত হাই কোর্টে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের কএক ধারা স্থগিত করিবার আইন) অধিককাল বলবৎ রাখিবার আইন	বসুম ও ইষ্টাম্পের মাসুল সম্পর্কীয় সমস্ত কথা।
১৮৬৫ সা. ১০ আ …	ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন…	৩২৯ ধারা ও তফসীল।
১৮৬৫ সা ১১ আ …	ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাই কোর্টের সাধারণ প্রথম স্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন	৪৭ ধারাগত "১৮৬২ সালের ১০ আইনের (অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুল সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের ২৬ ধারা ও" এই কথা।
১৮৬৫ সা. ১৫ আ. …	পারসীদের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদবিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন	৩৯ ধারা।
১৮৬৬ সা ২০ আ. …	১৮৬৬ সালের ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী আইন ..	৩৫ ধারাগত "যে স্থলে প্রার্থনাপত্রে আইনমতে ইষ্টাম্প লাগে সেই স্থলে তদ্রূপ মোকদ্দমার নালিশপত্রে যত টাকার ইষ্টাম্প অবধারিত হয় ঐ প্রার্থনাপত্রে তাহার চতুর্থাংশ মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবে, ও" এই কথা।

			৮৪ ধারাগত "এবং যদি আইন-মতে প্রার্থনাপত্রে ইষ্টাম্প লাগে, তবে সেই প্রার্থনাপত্র আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে" এই কথা।
১৮৬৬ সা. ২১ আ.	..	খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয়দের বিবাহবন্ধন বিলোপ করিবার ১৮৬৬ সালের আইন	৭ ধারাতে "দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবে ও" এই কথা।
১৮৬৭ সা. ২৬ আ.	...	ইষ্টাম্পের মাসুলবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন...	"হাই কোর্টের কোন আডবোকেটের মোক্তারনামা কি ওকালৎনামা কিম্বা কার্য্যসম্পাদন করিবার জন্য ক্ষমতাপত্র অর্পণ কি উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই" এই কথা ভিন্ন সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৮ সা. ১৯ আ.	..	অযোধ্যার খাজানা বিষয়ক ১৮৬৮ সালের আইন ..	১৫ ধারাগত "প্রার্থনাপত্রের আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবে" এই কথা। ২৫ ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা ৩০ ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা।

সাল ও নম্বর।	খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৬৮ সা. ২৮ আ. ...	পঞ্জাবের রায়ৎদারী ১৮৬৮ সালের আইন ...	১৭ ও ৪০ ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে" এই কথা।
		৪৩ ধারা।
১৮৬৯ সা. ৪ আ. ...	ভারতবর্ষীয় স্ত্রীসম্বন্ধ খণ্ডনার্থ আইন ...	৪৭ ধারাগত "স্বতন্ত্র হইবার" এই কথার পরে ডিক্রী পাইবার প্রার্থনাপত্রে "এই কথা প্রযোগ করিয়া," ও আদালত-কর্তৃক স্বতন্ত্র হওনের আজ্ঞা অন্যথা করিবার ও দাম্পত্য স্বত্ব পুনস্থাপন করিবার ডিক্রী ও ক্ষতিপূরণ পাইবার প্রত্যেক প্রার্থনাপত্র পাঁচ টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে। এই ধারার লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থলে" এই কথা।
		৪৯ ধারাগত "আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে ও তাহা" এই কথা।

১৮৬৯ সা. ৯ আ. ...	ভারতবর্ষীয় ইনকমটাক্সের আইন ...	১৯ ধারাগত "তাহার আট আনার ইষ্টাম্প লাগিবে" এই কথা। ২১ ধারাগত "তাহার ১৲ টাকার ইষ্টাম্প লাগিবে ও" এই কথা।
বঙ্গীয় ১৮২৩ সালের ৬ আইন ...	নীলের কৃষি কার্য্য করণের ও তাহা কুঠীতে দাখিল করণের বিষয়ে যে লেখা পড়া হয় তাহার মত কার্য্য করাইবার কারণ সরাসরী মোকদ্দমা করিবার অনুমতি করণের এবং ঐ বিষয়ের কোন২ মূল দাঁড়া প্রকাশ করিবার আইন	৭ ও ৮ ধারা।
১৮৬২ সা. বঙ্গীয় ৬ আ. ...	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন) সংশোধন করিবার আইন	৫ ধারাগত "যত টাকা" এই কথা অবধি "দরখাস্ত লিখিবে" এই কথা পর্য্যন্ত। ১৩ ধারাগত "ও যে আদালতে আপীল" এই অবধি সমস্ত কথা।
১৮৬৯ সা. বঙ্গীয় ২ আ. ...	ছোট নাগপুরের অন্তর্গত কোন২ ভূসম্পর্ক নিরূপণ ও বিধান ও লিপিবদ্ধ করণার্থ আইন	২২ ধারা।
১৮৬৮ সা. বঙ্গীয় ৮ আ. ...	ভূম্যধিকারি ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালি সংশোধন করিবার আইন	১৪ ও ৭৬ ধারাগত "তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারিবে" এই কথা। ২০ ধারাগত "শাদা কাগজে" এই কথা।

সাল ও নম্বর।		খ্যাতি।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮০২ সা. মান্দ্রাজীয় ৩ আ.	...	মান্দ্রাজ রাজধানীর অব্যবহিতাধীন নানা জিলায় স্থাপিত আদালতে যে অভিযোগ বিচার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ত হার গ্রাহ্য ও বিচার ও নিষ্পত্তি করণ বিধায়ক আইন	২১ ধারাগত when এই শব্দ অবধি writing এই শব্দ পর্য্যন্ত।
১৮১৬ সা. মান্দ্রাজীয় ৪ আ.	...	গ্রামবাসি প্রাধান ব্যক্তিদিগকে আপন২ গ্রামের মধ্যে অবধারিত সীমাপর্য্যন্ত টাকার কি অস্থাবর অন্য দ্রব্যের দেওয়ানী মোকদ্দমা শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করণার্থ মুনসেফ বলিয়া নির্দ্দেশ করণার্থ ও তাঁহারদের বিচারাধিপত্য নিরূপণ করণার্থ আইন	৩২ ধারায় গ্রাম্য মুনসেফদের বিচার্য্য মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ রসুম সম্পর্কীয় যে কথা আছে তাহা।
১৮১৬ মান্দ্রাজীয় ৫ আ.	...	গ্রাম্য মুনসেফদের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত টাকার কিম্বা অস্থাবর অন্য দ্রব্যের দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্যে ঐ মুনসেফদিগকে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ করিবার অনুমতি প্রদানার্থ ও ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়তের প্রতি যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ আইন	১০ ও ১৩ ধারার গ্রাম্য পঞ্চায়তের বিচার্য্য মোকদ্দা উপস্থিত করণার্থ রসুম সম্পর্কীয় যে কথা আছে তাহা।
১৮১৬ সা. মান্দ্রাজীয় ৭ আ.	..	জিলার মুনসেফদের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট সীমাপর্য্যন্ত টাকার কিম্বা অস্থাবর অন্য দ্রব্যের দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্যে ঐ মুনসেফদিগকে জিলার পঞ্চায়ৎ করিবার অনুমতি প্রদানার্থ ও জিলার ঐ পঞ্চায়তের প্রতি যে ক্ষমতা ও শক্তি প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করণার্থ আইন	১০ ধারায় জিলার পঞ্চায়তের সম্মুখীন মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের ও পরওয়ানার রসুম বিষয়ক যে কথা আছে তাহা।

১৮১৬ সা. মান্দ্রাজীয় ১২ আ	...	ভূমি কি ফসল বিষয়ক যে দাওয়ার সিদ্ধাসিদ্ধতা সীমাবিবাদ নির্ণয়ের প্রতি নির্ভর করে সেই দাওয়া এবং ভূমির অধিকার ও কৃষি করণ ও তাহাতে জল সিঞ্চন সম্বন্ধীয় কোন২ বিবাদ জিলার ও গ্রামের পঞ্চায়তের বিচার ও নির্ণয়ার্থে প্রদান করিতে কালেক্টরদের প্রতি ক্ষমতা প্রদানার্থ এবং যে বিধিমতে সেই বিবাদের বিচার চলিবে ও পঞ্চায়তের নিষ্পত্তি সাধন হইবে এমত বিধি করণার্থ আইন	১১ ধারায় কালেক্টরের সম্মুখীন, আবেদনপত্রের রসুম বিষয়ক যে কথা আছে তাহা।
১৮১৬ সা মান্দ্রাজীয় ১৪ আ	...	দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারার্থ আদালতে উকীলের কার্য্য বিষয়ে যে২ বিধি প্রণীত হইয়াছে তাহা সংশোধন ও মতান্তর করণার্থ আইন	২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ।
১৮২৫ সা মান্দ্রাজীয় ২ আ.	...	১৮১৬ সালের ১৩ আইন ও ১৮১৭ সালের ২ আইন ও ১৮০২ সালের ৩৪ আইনের ৬ ধারার লিখিত কোন২ বিধান মতান্তর ও সংশোধন করণার্থ আইন	৫ ধারা।
১৮৬৫ সা. মান্দ্রাজীয় ৮ আ,	...	যে২ আইনে খাজানা আদায় করণ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সংগ্রহ ও অপেক্ষাকৃত উত্তম করণার্থ আইনের	৭৫ ধারা

উইটলি ষ্টোকস,
আইন ও ব্যবস্থা করণার্থ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল
সাহেবের মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী।